প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও ফি পরিশোধের নিয়মাবলী

৪ বছর মেয়াদী ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি	ভর্তি ফি (এককালীন)	সেমিস্টার ফি	মাসিক বেতন	৬ মাস (প্রতি সেমিস্টার)	সেমিস্টার প্রতি বৃত্তি
সিভিল	৫,০০০/-	ছাত্র-ছাত্রীদের কোন প্রকার সেমিস্টার ফি প্রদান করতে হয় না।	২,০০০/-	১২,০০০/-	প্রতি সেমিস্টারে ৪৮০০/- টাকা বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ।
কম্পিউটার	৫,০০০/-		২,০০০/-	১২,০০০/-	
ইলেকট্রিক্যাল	৫,০০০/-		২,০০০/-	১২,০০০/-	
মেকানিক্যাল	৫,০০০/-		২,০০০/-	১২,০০০/-	
মেরিন	৫,০০০/-		২,০০০/-	১২,০০০/-	
টেক্সটাইল	৫,০০০/-		২,০০০/-	১২,০০০/-	

বিঃদ্রঃ রেজিঃ ফি, পর্ব মধ্য, পর্ব সমাপনী ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ব্যতীত।

ছাত্রীদের জন্য ৫০% স্কলারশীপ প্রদান

শিক্ষাগত যোগ্যতা

২০১০ থেকে ২০১৯ সালে যেকোন বিভাগ/গ্রুপ থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় ২.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সরাসরি ভর্তি হতে পারবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনলাইন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এস.এস.সি/সমমান (বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক, ভোকেশনাল, দাখিল ও উন্মুক্ত) পরীক্ষায় পাশকৃত ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তির যোগ্য একই সঙ্গে এইচ.এস.সি তে অকৃতকার্য ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবে। এছাড়া এইচ.এস.সি বিজ্ঞান বিভাগে পাশকৃত ছাত্র ছাত্রীরা সরাসরি ৩য় পর্বে এবং এইচ.এস.সি ভোকেশনাল পাশকৃত ছাত্র ছাত্রীরা সরাসরি ৪র্থ পর্বে ভর্তির সুযোগ পাবে।

ভর্তির সময় যা লাগবে

(১) এস.এস.সি/সমমান পরীক্ষার নম্বরপত্র মূলকপি ও প্রবেশ পত্রের ফটোকপি (নম্বরপত্রের মূল কপি না পাওয়া পর্যন্ত ইন্টারনেট কপি) দিয়ে ভর্তি হওয়া যাবে।
(২) ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট আকারের রঙ্গিন ছবি।
(৩) ভর্তি ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)। (চার বছরে ১ বার প্রদান করতে হবে)।

ফি পরিশোধের নিয়ম

প্রতি মাসের ১ হতে ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের আলোকে নির্ধারিত তারিখে অন্যান্য ফি পরিশোধ করতে হবে।

সনদ মূল্যায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ডিপোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সনদ/সার্টিফিকেট প্রদান করবে। যা আমাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাশ করা শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেটের মান এবং সরকারি পলিটেকনিক থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের প্রদেয় সনদ/সার্টিফিকেট মান একই।

৩/৬ মাস মেয়াদী বেসিক ট্রেড কোর্স সমূহঃ

১	জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান	• শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান। • ছাত্রীদের কোর্স ফি ৫০% স্কলারশীপ। • আসন সংখ্যা সীমিত। • বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সনদ প্রদান। • এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি শিক্ষার্থীদের কোর্স ফি ৫০%।
২	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন	
৩	হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং	
৪	গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া	
৫	অটোক্যাড 2D এন্ড 3D	
৬	আমিনশীপ (ভূমি জরিপ)	

হটলাইনঃ ০১৭৯৬ ৫২৯ ৯৮৩, ০১৯০৬ ৯৮৮ ০০০

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত

Code: 50649
EIIN : 138043



কারিগরি শিক্ষা নিলে, বিশ্ব জুড়ে কর্ম মিলে





CCER POLYTECHNIC INSTITUTE
কারিগরি শিক্ষা নিলে, বিশ্ব জুড়ে কর্ম মিলে
CCER

টেকনোলজি সমূহ

- সিভিল
- মেরিন
- ইলেকট্রিক্যাল
- কম্পিউটার
- মেকানিক্যাল
- টেক্সটাইল

সরকারি বৃত্তি ৪৮০০/- (প্রতি সেমিস্টারে)

৪ বছর মেয়াদী
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
কোর্স

সিসিইআর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

১৭২৪, মাহমুদুল হক খান প্লাজা, রায়েরবাগ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন, (কদমতলী থানা রোড) ঢাকা ১৩৬২।
Office: 01796 529 983, 01906 988 000, E-mail: ccer50649edu@gmail.com

অবতারনিকা

একটি জাতির উন্নয়নের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকল্প নেই। পৃথিবীর যে সকল দেশে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে তাদের মূলে রয়েছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। আর এই কারিগরি শিক্ষায় বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। প্রায় ১৬ কোটি মানুষকে সত্যিকার জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে জাতীয় জীবনে অবদান রাখার জন্য কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নাই।

সরকার রূপকল্প ২০১১ বাস্তবায়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের অদক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তর করার জন্য বর্তমান সরকারের মহান উদ্যোগ এক যুগান্তকারী বিশাল পদক্ষেপ। কর্মমুখী শিক্ষা তথা তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ সময়োপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশাসন বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি আমুল পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা দরিদ্রতা ও দুর্নীতি মুক্ত সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষই হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম লক্ষ। যে বাস্তবতাকে সামনে রেখে অত্র এলাকার প্রতিশ্রুতিশীল এক দল অদম্য উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়াস সিসিইআর পলিটেকনিকের অগ্রযাত্রা।

দেশের ঝরে পড়া দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লালন করে দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করে মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ উপহার দেয়ার জন্য সময়ের চাহিদা অনুযায়ী টেকনোলজির পাঠদানে এগিয়ে যাচ্ছে। সিসিইআর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। ঢাকার পূর্বকোনে বিশ্বাস ও আস্থার এ পলিটেকনিক সিসিইআর ইন্সটিটিউট।

বর্তমান সময়ে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সম্ভাব্য চাকুরী ক্ষেত্রসমূহ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, তিতাস গ্যাস কোম্পানি, টেলিকমিউনিকেশন বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান, পল্লী বিদ্যুৎ, বিআরটিসি, বাংলাদেশ রেলওয়ে সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি কলকারখানাসহ দেশে ও বিদেশে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রসমূহ

দেশে এবং বিদেশে সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করার সুযোগ রয়েছে।



কম্পিউটার টেকনোলজি

কম্পিউটার মানব জীবনে চলার পথে সঙ্গী এবং মানুষের কর্মকৌশলকে পূর্ণারূপ দানে কম্পিউটারের ভূমিকা অপরিসীম। যা একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে কম্পিউটার ছাড়া সকল কাজ অসম্ভব হয়ে পরেছে। কম্পিউটার বিশ্বকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়,খুলে দিয়েছে অসিম সম্ভবনার দ্বার। তাই এই টেকনোলজিতে ডিপোমা পাশ করে বেকার থাকে না। তাছাড়া শুধু সরকারি বেসরকারি চাকুরীই নয়, বেক্তি উদ্যোগে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা সম্ভব। যুগোপযোগী সিলেবাসের মাধ্যমে কম্পিউটার টেকনোলজি অধ্যয়ন করে জীবনে সফলতা আনা সম্ভব।



ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি

বর্তমান সভ্যতার উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হচ্ছে বিদ্যুৎ যা বিশ্বকে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে নিচ্ছে। বিদ্যুৎ আবিষ্কার মানুষের কল্পনা শক্তিকে বাস্তবে রূপদান করতে একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে নতুন ইন্ডাস্ট্রি ও কল-কারখানা তৈরি হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সেদিক থেকে **ইলেকট্রিক্যাল** ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের দেশে ও বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাই এই বিভাগে পড়াশুনা করে দ্রুততার সাথে কর্মক্ষেত্র অসীন হওয়া সম্ভব।



সিভিল টেকনোলজি

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার একটি সৃষ্টিশীল, নান্দনিকতায় ভরা ও বুদ্ধিদীপ্ত টেকনোলজি। সময়ের পরিক্রমায় এর চাহিদা বেড়েই চলছে। যেহেতু মানুষের আবাসন ব্যবস্থা, চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট, নিত্য নতুন চাহিদা মেটানোর জন্য দৃষ্টিনন্দন শপিং কমপেক্স এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষে গগণচুম্বি বিল্ডিং, মন ভোলানো ডুপ্লেক্স বাড়ি, প্লান অনুযায়ী রাস্তাঘাট তৈরি, প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত শপিংমল। এছাড়া নির্মাণ শৈলীর মাধ্যমে নিজ দেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করার জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের গুরুত্ব অপরিসীম। ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন সিভিল টেকনোলজিতে পড়ালেখা করে কোন ইঞ্জিনিয়ার বেকার থাকে না।



মেকানিক্যাল টেকনোলজি

একটি দেশের অর্থনীতি কতটা শক্তিশালী, তা বুঝা যায় দেশে কি পরিমাণ টেকনোলজি সহায়ক ইন্ডাস্ট্রি বা কল-কারখানা তৈরি হয়েছে। একটি দেশের কল-কারখানা বা ইন্ডাস্ট্রি কতটা প্রযুক্তি নির্ভর তা নির্ধারিত হয়, উক্ত দেশে কি পরিমাণ দক্ষ পরিশ্রমী প্রকৌশলী রয়েছে। এক্ষেত্রে **মেকানিক্যাল** ইঞ্জিনিয়াররা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যেহেতু কল-কারখানা দেশের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের হাতিয়ার সেলক্ষে মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে লেখাপড়া করে সম্মানজনক চাকুরী সম্ভব। এ বিষয়ে অধ্যায়ন করলে অনাগত জীবনে রয়েছে অপার সম্ভবনা।



মেরিন টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন **মেরিন** টেকনোলজি সিলেবাস প্রযুক্তির উন্নয়ন এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার শুধু দেশে প্রশংসিত না, বিদেশেও তাদের দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হচ্ছে। দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের তাৎপর্য ও তাৎক্ষনিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তারা যেন সমুদ্র গবেষণার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর চাহিদা/অগ্রাধিকার রয়েছে। মেরিন টেকনোলজিতে লেখাপড়া করে নিজেকে দক্ষ, যোগ্য ও আত্মনির্ভরশীল হিসাবে অতি সহজে গড়ে তোলা সম্ভব।